

## বিপ্লব পালের প্রতিপক্ষ ও ফলসিফিকেশন

কুদ্দুস খান

ডঃ পাল আবারও অর্থহীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। ডঃ বিপ্লব পালের প্রতিপক্ষের কাছে, যুক্তি-তর্কের চেয়ে নিজের ইগোটি প্রধান ও আসল। কোন বিষয়ের গভীরে যাওয়া অথবা বাইরের বিশ্বের যে এতটা পরিবর্তন ঘটেছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে, ২৫ বছর পূর্বের চিন্তাধারার উপর ভর করে শুধু মাত্র বিতর্কের জন্য বিতর্ক করাই যাদের স্বভাব, তাদের সাথে বিতর্ক করে ডঃ পাল প্রচুর সময় ব্যয় করতে পারবেন। কিন্তু ফলাফলের খাতায় শূন্য থেকে যাবে, সে কথা ডঃ পালকে বুঝাবে কে? যাহোক

আমরা ডঃ বিপ্লবের ফলসিফিকেশন থিওরিকে মার্ক্সবাদের ডাইলেক্টিক্স থিওরি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবো। ডায়লেক্টিক্যাল মেটেরিয়ালিসম বা দ্বান্দিক বস্তুবাদে প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীলতার কথা বলা হয়ে থাকে, যাকে কার্ল পাইপার ফলসিফিকেশন বলেছেন। আসলে চূড়ান্ত সত্য বলতে কিছু নেই, কেননা বস্তু সব সময়েই পরিবর্তনশীল। বিষয়টি আমরা একটু ভিন্নভাবে বলতে চেষ্টা করলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, একটি বস্তু ( থিসিস), সেই বস্তুর অভ্যন্তরের প্রতিনিয়ত বিরোধ চলছে ( এন্টি থিসিস) আর সেই বিরোধের ফলেই পরিবর্তন বা নতুন বস্তুর উদ্ভব ( সিনথিসিস) হচ্ছে। এই সিনথিসিস আবার সাথে সাথেই পুরানো হচ্ছে বা থিসিসে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে থিসিস পরিবর্তন হচ্ছে, সে মুহূর্ত থেকেই থিসিসের অভ্যন্তরে বিরোধ শুরু হচ্ছে এবং এন্টি থিসিস তৈরি হচ্ছে ও এন্টি থিসিস থেকে নতুন থিসিসে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আজীবন কাল ধরে চলতে থাকবে। এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে বস্তুর বিকাশ বন্ধ হয়ে যায় এবং বস্তু অচল হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই সাধারণ নিয়মের সাথে রাজনীতিবিদরা যদি আপোস করেন অথবা নিজেদের স্বার্থে বিষয়টিকে এডজাস্ট করতে যান, তাহলে সে থিওরি বা বিষয়টির বিকাশ বন্ধ হয় এবং এক সময়ে বিষয়টির মৃত্যু ঘটে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই ঘটনাটিই ঘটেছে। বিশ্বের সকল সমাজতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিক শ্রেনীর মুখপাত্র বা কমুনিষ্ট পার্টি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে একক পার্টির শাসন ব্যবস্থা কয়েক করে এবং সমাজের সাধারণ বিকাশের কেন্দ্রগুলি অর্থাৎ কমুনিষ্ট পার্টির বিরোধী শক্তিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কমুনিষ্ট পার্টি যে মুহূর্তে বিরোধী শক্তির কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে, সে মুহূর্তেই তাদের নিজেদের মৃত্যুর কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। আর সে কারণেই মাত্র ৭০ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বে কমুনিষ্ট ব্যবস্থা বিদায় নিয়েছে। কমুনিষ্ট সমাজে যদি বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করা না হতো, তা হলে কমুনিষ্ট সমাজ ধ্বংস হতোনা। কমুনিষ্ট সমাজ কমুনিষ্ট পার্টির বিরোধী শক্তিকে নিমূল করে মূলত দ্বান্দিক বস্তুবাদেরই বিরোধিতা করেছেন। চীনের কমুনিষ্ট গোষ্ঠি কিছুটা হলেও বিষয়টি অনুমান করতে পেরেছে, সে কারণেই কিছুটা হলেও চীন সংশোধন করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রয়েছে। শুধুমাত্র আগামির ইতিহাসই বলতে পারে আদৌ তারা এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় সফল হবে কি না !

এখন প্রশ্ন এসে যায় এই ফলসিফিকেশন বা দ্বান্দিক বস্তুবাদের সাথে ধর্মের সম্পর্ক কি? উত্তর খুব সোজা। চিন্তাধারার মধ্যে অথবা কোন থিওরির মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ধারাটি বাদ দিলেই তা ধর্মে রূপান্তরিত হবে। সেই অর্থে প্রচলিত মার্ক্সবাদীরা, মার্ক্সবাদ ধর্মে বিশ্বাস করে, নাস্তিকরাও একট ধর্মে বিশ্বাস করে থাকে। আর তা হচ্ছে ধর্ম না বিশ্বাস করার ধর্ম। ধর্মের মধ্যে মুসলিমরাই সব চেয়ে অপরিবর্তনশীল। কেননা তারা মনে করে তাদের বিশ্বাস স্থির ও অপরিবর্তনশীল। তাদের পালিত নীতি বা আদর্শ আল্লাহ প্রদত্ত, যা পরিবর্তন করা যাবে না। আর সে কারণেই তারা আধুনিক জীবন বা আধুনিক অর্থনীতি থেকে হাজার বছর পিছিয়ে আছে। মুসলিমদের পরেই আসে মার্ক্সবাদীদের কথা। তারা ইতিহাসের ৪ টি স্তরের ব্যাখ্যা নিয়ে বসে আছে। তারা মনে করছেন পুঁজিবাদ ধ্বংস হবেই এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবেই। কাজেই বর্তমান কালে মার্ক্সবাদ, একটি ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ মার্ক্স নিজেই দ্বান্দিক বস্তুবাদ আবিষ্কার করেছেন। মুসলিমদের ধর্ম ও মার্ক্সবাদ দুটোই বিপদজনক ভাবে অপরিবর্তনশীল। আর সে কারণেই সম্ভবত বিশ্বে প্রতিটি রাষ্ট্রেই মুসলিমদের সাথে মার্ক্সবাদের একটি আঁতাত লক্ষ্য করা যায়। অথচ মার্ক্সবাদী সমাজ সবসময়েই প্রচলিত ধর্মবিরোধী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় স্ট্যালিন রাশিয়াতে হাজার হাজার মসজিদ ধ্বংস করেছে। তা হলে প্রশ্ন এসে যায় তাহলে এখন কেন মুসলিমদের সাথে মার্ক্সিষ্টদের হরিহর আত্মার সম্পর্ক? মার্ক্সিষ্টরা বিশ্ব পরিসরে একটি পরাজিত শক্তি, এই কথাটি মেনে না নিয়ে মার্ক্সসিজমকে আরও রিজিড বা অপরিবর্তনশীল করে তুলেছেন, যা মুসলিম ধর্মের খুবই কাছাকাছি। যদি মার্ক্সবাদিরা মুসলিমদের সাথে একত্রিত হয়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাহলে অবাক হবার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

দ্বান্দিক বস্তুবাদের প্রধান শর্তই হচ্ছে বস্তু তার আভ্যন্তরিন দ্বন্দের মাধ্যমে বিকাশ করে থাকে। বস্তুর বাইরের শক্তি বস্তুর বিকাশে সাহায্য করলেও বস্তু বিকাশের মূল চালিকা শক্তিই তার আভ্যন্তরিন দ্বন্দ। আর হালের মার্ক্সিষ্টরা সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বক্রিয়ার জন্য আমেরিকা বা বাইরের শক্তিকে দায়ী করে মূলতঃ বস্তুর বিকাশের থিওরি বা দ্বান্দিক বস্তুবাদেরই বিরোধিতা করেছেন। দেশে দেশে সমাজের পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লব নির্ভর করে কোন দেশের আভ্যন্তরিন শক্তি বা তার আভ্যন্তরিন দ্বন্দের উপর। বাইরের শক্তি আমেরিকার সে পরিবর্তন বন্ধ করার ক্ষমতা থাকার কথা নয়। যদি তা বিশ্বাস করা হয় তা হলে সে বিশ্বাস ধর্মেরই নামান্তর হয়ে থাকে। মুসলিমরা বিশ্বাস করে আদম ও হাওয়া বেহেস্ত মহা সুখেই ছিলেন কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় ভুল কাজ করেছে। ঠিক তে-মনি মার্ক্সবাদীরা মনে করে সৌদি আরব বা মুসলিম বিশ্ব ভালই ছিল আমেরিকার প্ররোচনায় তারা ডিক্টেটর হয়েছে। পরিশেষে একটি কথায় বলতে হয় নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অন্যকে দোষ দিয়ে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, তাতে কাজের কাজ কিছু হয় না। সে আত্মতৃপ্তিই পাচ্ছেন বিপ্লব পালের প্রতিপক্ষ। কাজেই বিপ্লব পালের উচিত অহেতুক সময় নষ্ট করে অর্থহীন বিতর্ক এড়িয়ে চলা।